BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120021

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

লোকসাহিত্যে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

সাহাবুদ্দিন আহমেদ

Research Scholar, Bankura University
Email: saha78692@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract)

লোকসাহিত্য বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, যেখানে গ্রামীণ জীবনের অনুভব, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি, ধর্মীয় আচার ও নৈতিক মূল্যবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। লোককথা, পালাগান, মঙ্গলকাব্য, ব্রতকথা, প্রবাদ-প্রবচন ও লোকগীতি বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম, আনন্দ-বেদনা, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক এবং সামাজিক চেতনাকে রূপ দিয়েছে। এই সাহিত্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে প্রবাহিত হয়ে জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লোকসাহিত্যের মাধ্যমে বাংলার সমাজব্যবস্থা, নারী-পুরুষের ভূমিকা, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, উৎসব-পার্বণ ও লোকবিশ্বাসের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। আধুনিকতার প্রভাবে যখন বৈশ্বিক সংস্কৃতি স্থানীয় ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, তখন লোকসাহিত্য বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে এটি শিক্ষামূলক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে এবং সামাজিক সংহতি ও সামষ্টিক চেতনাকে দৃঢ় করে। এই প্রবন্ধে লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বহুমাত্রিক দিক বিশ্লেষণ করে এর সামাজিক, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

Keywords : *লোকসাহিত্য, বাংলার সংস্কৃতি,ঐতিহ্য,লোকজ জীবনধারা,সামাজিক মূল্যবোধ।*

ভূমিকা:

বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত, যা যুগে যুগে নানা সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এই স্বকীয়তার অন্যতম প্রধান বাহক হলো লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য কেবল সাহিত্যিক আনন্দের উৎস নয়, বরং এটি একটি জাতির জীবনদর্শন, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংগ্রাম ও সৃজনশীলতার প্রতিফলন। বাংলার লোকসাহিত্য গ্রামবাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

লোকসাহিত্যের মাধ্যমে বাংলার সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, প্রেম-বিরহ, ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক সম্পর্ক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। লিখিত সাহিত্যের আগেও লোকসাহিত্য মৌখিক পরম্পরায় টিকে ছিল এবং আজও বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। এই প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

❖ লোকসাহিত্যের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা

লোকসাহিত্য বলতে সাধারণত সেই সাহিত্যকে বোঝানো হয় যা নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌখিকভাবে সৃষ্টি ও প্রচারিত হয়েছে। এটি কোনো নির্দিষ্ট লেখকের সৃষ্টি নয়; বরং সমষ্টিগত চেতনায় গড়ে ওঠা এক যৌথ সাহিত্যরূপ।

লোকসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. মৌখিক পরম্পরা

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এর মৌখিকতা। লোকসাহিত্য মূলত লিখিত রূপে নয়, বরং মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচলিত হয়ে এসেছে। গ্রামবাংলার মা, ঠাকুমা, বাউল, কীর্তনিয়া বা পালাগায়কের মুখে এই সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত হয়েছে। এই মৌখিক পরম্পরার ফলে লোকসাহিত্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটলেও তার মূল আবেগ ও জীবনবোধ অটুট থাকে।

২. সমষ্টিগত সৃজন

লোকসাহিত্য কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টিকর্ম নয়; এটি একটি সমাজের সমষ্টিগত চেতনার ফল। এর নির্দিষ্ট কোনো লেখক বা স্রষ্টার নাম পাওয়া যায় না। বহু মানুষের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও কল্পনা মিলেই লোকসাহিত্যের রূপ গঠিত হয়। এই সমষ্টিগত সৃজনপ্রক্রিয়াই লোকসাহিত্যকে গণমানুষের সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩. সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা

লোকসাহিত্যের ভাষা সহজ, স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। এতে অলংকার বা কৃত্রিমতা নেই; বরং জীবনের সরল সত্য ও অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। এই সরলতা লোকসাহিত্যকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে এবং মানুষের আবেগের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেছে।

৪. লোকজ বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

লোকসাহিত্যে একটি সমাজের লোকজ বিশ্বাস, ধর্মীয় ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। দেবদেবী, পীর, ভূত-প্রেত, তন্ত্র-মন্ত্র, ব্রত ও লোকাচার—সবই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু। এর মাধ্যমে সমাজের মানসিকতা ও জীবনদর্শন সম্পর্কে গভীর ধারণা পাওয়া যায়।

৫. স্থানিক বৈচিত্র্য

লোকসাহিত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ফলে অঞ্চলভেদে একই লোকসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। যেমন—ভাটিয়ালি নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলে, ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গে এবং ঝুমুর পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত। এই স্থানিক বৈচিত্র্য লোকসাহিত্যকে বহুরূপী ও সমৃদ্ধ করেছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্য দিয়েই লোকসাহিত্য বাংলার সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

❖ বাংলার লোকসাহিত্যের প্রধান শাখাসমূহ

১. লোকগীতি

লোকগীতি বাংলার লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

- বাউল গান

- ভাটিয়ালি
- ভাওয়াইয়া
- জারি, সারি ও মুর্শিদি গান

➢ **বাউল গান** বাংলার মানবতাবাদী দর্শনের অনন্য প্রকাশ। দেহতত্ত্ব, আত্মানুসন্ধান ও সাম্যের বাণী বাউল গানে প্রতিফলিত হয়েছে। লালন ফকিরের গানে আমরা জাতপাতহীন মানবধর্মের কথা পাই, যা বাংলার সংস্কৃতির উদার চেতনার পরিচায়ক।

➢ **ভাটিয়ালি গান**

ভাটিয়ালি গান বাংলার নদীনির্ভর জীবনব্যবস্থার এক গভীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক দলিল। 'ভাটি' অঞ্চলের (নদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চল) মানুষের জীবনসংগ্রাম, বিশেষত মাঝি, জেলে ও নৌকার সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের অনুভূতি ভাটিয়ালি গানের মূল বিষয়বস্তু। এই গানের সুর দীর্ঘ, টানযুক্ত ও বিষণ্ন প্রকৃতির—যা নদীর স্রোত ও মানুষের অন্তর্লোকের বেদনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ভাটিয়ালি গানে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। নদী এখানে শুধু জীবিকার উৎস নয়, বরং সুখ-দুঃখের সঙ্গী। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, জীবনের অনিশ্চয়তা, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা এবং ঈশ্বরের প্রতি আকুলতা—সবই ভাটিয়ালি গানের বিষয়। ভাষা সহজ হলেও আবেগ গভীর ও দার্শনিক। ভাটিয়ালি গানের মাধ্যমে বাংলার নদীমাতৃক সংস্কৃতি, শ্রমজীবী মানুষের জীবনবোধ এবং প্রকৃতিনির্ভর সমাজব্যবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।

➢ **ভাওয়াইয়া গান**

ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের (বিশেষত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর অঞ্চল) লোকজ সংস্কৃতির এক অনন্য সৃষ্টি। এই গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত গভীর বেদনা ও আকুলতা। ভাওয়াইয়া গানে গ্রামীণ নারীর সামাজিক অবস্থান, বৈবাহিক জীবনের কষ্ট, স্বামীর প্রতি অভিমান ও প্রেমের টান হৃদয়স্পর্শীভাবে প্রকাশ পায়।

ভাওয়াইয়া গানের সুর টানটান ও আবেগপ্রবণ। 'হাওয়া' বা দীর্ঘ টান এই গানের প্রাণ। এখানে প্রেম কেবল রোমান্টিক নয়, বরং সামাজিক বন্ধন ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ এক বাস্তব অনুভূতি। অনেক ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া গানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীর নীরব প্রতিবাদও লক্ষ করা যায়।

ভাওয়াইয়া গান বাংলার লোকসংস্কৃতিতে নারীর আত্মপ্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি নারীর অন্তর্জগত, সামাজিক বঞ্চনা ও মানসিক যন্ত্রণার এক শক্তিশালী সাহিত্যিক দলিল।

জারি, সারি ও মুর্শিদি গান

➢ **জারি গান**

জারি গান মূলত ইসলামি লোকধারার সঙ্গে যুক্ত। কারবালার প্রেক্ষাপটে হজরত ইমাম হুসেন (রা.)-এর শাহাদাত স্মরণে জারি গান গাওয়া হয়। এই গানে শোক, ত্যাগ ও ন্যায়ের আদর্শ ফুটে ওঠে। জারি গানে ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সত্যের জন্য আত্মত্যাগ—প্রধান হয়ে ওঠে। বাংলার মুসলমান সমাজে জারি গান ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার গুরুত্বপূর্ণ বাহক।

➢ **সারি গান**

সারি গান মূলত নৌকা বাইচের সঙ্গে যুক্ত। দলগতভাবে গাওয়া এই গান শ্রমকে আনন্দময় করে তোলে। ছন্দবদ্ধ কথার মাধ্যমে নৌকা বাইচে গতি সঞ্চার করা হয়। সারি গানে সমবেত শ্রম, সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়। এটি বাংলার সমবায় সংস্কৃতি ও সামষ্টিক চেতনার প্রতীক।

➢ **মুর্শিদি গান**

মুর্শিদি গান আধ্যাত্মিক লোকগীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ এই গানের মূল বিষয়। মুর্শিদি গানে সুফিবাদী প্রভাব সুস্পষ্ট। মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, আত্মজ্ঞান ও নৈতিকতার শিক্ষা এই গানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

২. লোককথা ও উপকথা

রূপকথা, উপকথা ও লোককথা বাংলার শিশুমন ও সামাজিক কল্পনাশক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

❖ **ঠাকুরমার ঝুলি**

ঠাকুরমার ঝুলি বাংলার লোককথার একটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী রূপ, যা মূলত শিশুদের জন্য হলেও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীর। 'ঠাকুরমা' এখানে কেবল একজন বৃদ্ধা নন, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চারকারী এক সাংস্কৃতিক সত্তা। সন্ধ্যার পর দাদু-ঠাকুমার মুখে শোনা এই গল্পগুলি বাংলার পারিবারিক সংস্কৃতি ও মৌখিক সাহিত্যচর্চার প্রতীক।

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলিতে রাক্ষস, রাজপুত্র, দৈত্য, জাদু, পরী ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। তবে এর অন্তরালে লুকিয়ে থাকে নৈতিক শিক্ষা—সত্যের জয়, অন্যায়ের পরাজয়, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব। এই গল্পগুলি শিশুমনে কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে।

গবেষণার দৃষ্টিতে ঠাকুরমার ঝুলি বাংলার লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় ধারণা ও সামাজিক কাঠামোর একটি মূল্যবান দলিল। এটি মৌখিক সাহিত্য থেকে লিখিত সাহিত্যে রূপান্তরের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবেও বিবেচিত।

❖ **রাজা-রানির গল্প**

রাজা-রানির গল্প বাংলার লোককথার এক গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত শাখা। এই গল্পগুলির কেন্দ্রে থাকে রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং রাজদরবার। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি কল্পনাপ্রসূত হলেও এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা ও নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

এই গল্পগুলিতে রাজাকে সাধারণত ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা সমাজে আদর্শ শাসকের ধারণা গঠনে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে, দুষ্ট রাজা বা অত্যাচারী শাসকের পরিণতির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। রাজা-রানির গল্পে সামাজিক শ্রেণিবিভাগ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

এছাড়া এই গল্পগুলিতে নারীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজকন্যা সাহসী ও বুদ্ধিমতী হিসেবে চিত্রিত হলেও অধিকাংশ গল্পে নারীর ভূমিকা সীমাবদ্ধ। ফলে রাজা-রানির গল্প সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতিফলন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **পশুপাখি কেন্দ্রিক কাহিনি**

পশুপাখি কেন্দ্রিক কাহিনি বাংলার লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন ও জনপ্রিয় ধারা। এই গল্পগুলিতে পশু ও পাখিদের মানবীয় গুণাবলি দিয়ে চিত্রিত করা হয়। শেয়াল, বাঘ, সিংহ, কাক, কচ্ছপ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে মানবসমাজের নানা গুণ ও দোষ রূপকের আকারে উপস্থাপন করা হয়।

এই কাহিনিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হলো নৈতিক শিক্ষা প্রদান। যেমন—শেয়ালের চতুরতা, বাঘের নিষ্ঠুরতা বা কচ্ছপের ধৈর্যের মাধ্যমে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা শিশুদের কাছে সহজভাবে তুলে ধরা হয়। পশুপাখি কেন্দ্রিক কাহিনি শিশুদের কাছে সহজবোধ্য হলেও এর গভীরে রয়েছে সমাজ সমালোচনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি।

গবেষণার ক্ষেত্রে এই কাহিনিগুলি লোকজ মনস্তত্ত্ব ও প্রতীকী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। এগুলি মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক, পরিবেশ সচেতনতা এবং সহাবস্থানের ধারণাকেও তুলে ধরে।

৩. লোকনাট্য ও পালাগান

❖ **যাত্রাপালা**

যাত্রাপালা বাংলার লোকনাট্যের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রাচীন ধারাগুলির একটি। এর উৎপত্তি মূলত ধর্মীয় আচার ও কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হলেও কালের প্রবাহে এটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ মেলায়, উৎসবে ও খোলা মঞ্চে যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়, যা বাংলার গণমুখী নাট্যসংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন।

যাত্রাপালার কাহিনিতে পৌরাণিক উপাখ্যান, রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, ভক্তিমূলক কাহিনি এবং পরবর্তীকালে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাত্রার সংলাপ আবৃত্তিমূলক, আবেগপ্রবণ ও উচ্চকণ্ঠে পরিবেশিত হয়। গান, নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বয়ে যাত্রাপালা দর্শকের আবেগে গভীর প্রভাব ফেলে।

গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রাপালা বাংলার ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন। বিশেষত ঔপনিবেশিক যুগে যাত্রাপালা সামাজিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের বাহন হিসেবেও কাজ করেছে।

❖ **গম্ভীরা**

গম্ভীরা উত্তরবঙ্গ, বিশেষত মালদহ ও রাজশাহী অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র লোকনাট্য ও লোকগানের ধারা। গম্ভীরার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঙ্গ ও রসিকতার মাধ্যমে সমাজসমালোচনা। সাধারণত দাদা ও নাতির সংলাপের মাধ্যমে গম্ভীরা পরিবেশিত হয়, যেখানে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তুলে ধরা হয়।

গম্ভীরার ভাষা সরল, কথ্য ও প্রাঞ্জল। হাস্যরসের আড়ালে এতে গভীর সামাজিক সত্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা লুকিয়ে থাকে। কৃষকজীবন, দুর্নীতি, প্রশাসনিক সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার অসংগতি—এসব বিষয় গম্ভীরার আলোচ্য।

গম্ভীরা বাংলার লোকনাট্যে গণতান্ত্রিক চেতনার এক শক্তিশালী প্রকাশ। এটি সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে এবং ক্ষমতাকাঠামোর প্রতি প্রশ্ন তোলে। গবেষণার ক্ষেত্রে গম্ভীরা লোকজ গণসংস্কৃতির সমাজ-সমালোচনামূলক রূপ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **আলকাপ**

আলকাপ বাংলার আরেকটি জনপ্রিয় লোকনাট্যধারা, যা প্রধানত রাজশাহী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত। আলকাপ মূলত নৃত্য, গান ও অভিনয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিনোদনমূলক লোকনাট্য। এতে ব্যঙ্গ, রসিকতা ও সামাজিক ইঙ্গিত বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

আলকাপ পরিবেশনে সাধারণত একটি দল অংশগ্রহণ করে, যেখানে নারী চরিত্র পুরুষ শিল্পীরা রূপায়িত করেন। আলকাপের কাহিনি প্রধানত সমসাময়িক সমাজজীবন, প্রেম, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক অসংগতি কেন্দ্রিক। এর ভাষা আঞ্চলিক ও কথ্য, যা দর্শকের সঙ্গে সহজে সংযোগ স্থাপন করে।

গবেষণামূলক দৃষ্টিতে আলকাপ গ্রামীণ বিনোদন সংস্কৃতি, লিঙ্গভূমিকা ও সামাজিক মনোভাব বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। এটি বাংলার লোকনাট্যে হাস্যরস ও বিনোদনের পাশাপাশি সমাজচিত্র তুলে ধরার এক কার্যকর মাধ্যম।

৪. লোকছড়া ও প্রবাদ

লোকছড়া ও প্রবাদ বাংলার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত।

যেমন— "যেমন কর্ম তেমন ফল"

এই প্রবাদগুলি বাংলার লোকজ দর্শন ও জীবনবোধকে তুলে ধরে।

- **লোকসাহিত্যে বাংলার সংস্কৃতির প্রতিফলন**

1) **সামাজিক জীবন**

লোকসাহিত্যে বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজ, পারিবারিক সম্পর্ক, নারী-পুরুষের ভূমিকা, গ্রামীণ অর্থনীতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাটিয়ালি গানে মাঝির জীবনসংগ্রাম, নদীনির্ভর জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ফুটে ওঠে।

2) **ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনা**

বাংলার লোকসাহিত্যে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাদানের এক অনন্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

3) **মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর কাহিনি**

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাংলার লোকসাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। 'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ কল্যাণ, এবং মঙ্গলকাব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে সমাজে মঙ্গল ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। মঙ্গলকাব্যে দেবতারা কেবল আধ্যাত্মিক সত্তা নন, বরং গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেবদেবীদের কাহিনি লোকজ বিশ্বাস ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিশে এক স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। দেবী মনসা বা চণ্ডীকে অনেক সময় রুষ্ট, অভিমানী বা প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, যা লোকজ ধর্মবিশ্বাসের মানবিক রূপকে তুলে ধরে। এই দেবদেবীরা গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক সংকটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীদের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সংশয়কেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের দেবী-অস্বীকৃতি ও পরবর্তীকালের আত্মসমর্পণ সমাজে ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও বিশ্বাসের টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করে। ফলে মঙ্গলকাব্য শুধু ধর্মীয় কাব্য নয়, বরং সমাজ ও লোকধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

- **পীরকেন্দ্রিক পালাগানে ইসলামি লোকবিশ্বাস**

পীরকেন্দ্রিক পালাগান বাংলার ইসলামি লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির এক অনন্য নিদর্শন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে সুফি দরবেশ ও পীরদের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে। এই পীরদের অলৌকিক ক্ষমতা, মানবিক আচরণ ও সমাজকল্যাণমূলক ভূমিকা লোককথা ও পালাগানে কাব্যিক রূপ লাভ করে।

গাজী পীর, বনবিবি, সত্যপীর, মানিক পীর প্রভৃতি চরিত্র পীরকেন্দ্রিক পালাগানের কেন্দ্রে অবস্থান করে। এই পালাগানে ইসলামি বিশ্বাসের সঙ্গে স্থানীয় লোকবিশ্বাস ও হিন্দু ধর্মীয় উপাদানের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। বনবিবি পালায় যেমন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপদ ও জীবিকা রক্ষার প্রেক্ষাপটে দেবী ও পীরের যৌথ ধারণা গড়ে উঠেছে।

পীরকেন্দ্রিক পালাগানে ধর্মের চেয়ে মানবিক মূল্যবোধ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ন্যায়, দয়া, সহানুভূতি ও বিপন্ন মানুষের রক্ষা—এই আদর্শগুলি পালাগানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। গবেষণার দৃষ্টিতে এই পালাগানগুলি বাংলার ধর্মীয় সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ এবং লোকধর্মের বৈশিষ্ট্য বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **নারীচেতনা ও লোকসাহিত্য**

লোকসাহিত্য মূলত সাধারণ মানুষের জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত প্রকাশ। এই সমষ্টিগত সৃজনপ্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। পুরুষপ্রধান সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও লোকসাহিত্যে নারী কেবল বিষয়বস্তু হিসেবে নয়, বরং স্রষ্টা, বাহক ও সংরক্ষক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

- **মেয়েলি ব্রতকথা**

মেয়েলি ব্রতকথা বাংলার লোকসাহিত্যে নারীর ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। এই ব্রতকথাগুলি মূলত নারীদের দ্বারা রচিত, সংরক্ষিত ও প্রচলিত—যা পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থার মধ্যেও নারীর নিজস্ব সাহিত্যভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। ব্রতকথার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার, উপবাস ও পূজার্চনা যুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে নারীরা সংসারের কল্যাণ, স্বামীর মঙ্গল ও সন্তানের সুস্থতা কামনা করে।

মেয়েলি ব্রতকথায় লোকদেবী, গৃহদেবতা ও দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা স্থান পেয়েছে। এই কাহিনিগুলিতে নারীর দৈনন্দিন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট, সহনশীলতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়। যদিও বাহ্যত এগুলি ধর্মীয় আচারকেন্দ্রিক, তথাপি এর অন্তর্নিহিত ভাষায় নারীর সামাজিক অবস্থান ও সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েলি ব্রতকথা নারীর লোকজ ধর্মচর্চা, গৃহকেন্দ্রিক জীবন ও সামাজিক কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি নারীর অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প ইতিহাস হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

- **বিবাহ ও মাতৃত্বকেন্দ্রিক গান**

বিবাহ ও মাতৃত্বকেন্দ্রিক গান বাংলার লোকগীতির এক আবেগঘন ও মানবিক ধারা। এই গানগুলিতে নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়—বিবাহ, শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ, মাতৃত্ব ও সন্তানের লালন-পালন—গভীর অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশ পায়। বিয়ের সময় গাওয়া গীতগুলিতে আনন্দের পাশাপাশি বিচ্ছেদের বেদনা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এই গানগুলিতে কন্যার বিদায়, মায়ের আকুলতা, নববধূর শ্বশুরবাড়ির ভয় ও প্রত্যাশা এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। মাতৃত্বকেন্দ্রিক গানগুলিতে সন্তানের জন্ম, লালন-পালন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মায়ের স্বপ্ন ও উদ্বেগ প্রকাশ পায়। এসব গানে মাতৃত্বকে কেবল আনন্দের নয়, বরং দায়িত্ব ও ত্যাগের রূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার দৃষ্টিতে এই গানগুলি বাংলার পারিবারিক কাঠামো, লিঙ্গভূমিকা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিশ্লেষণে সহায়ক। একই সঙ্গে এগুলি নারীর আবেগ, সহনশীলতা ও আত্মপরিচয়ের এক শক্তিশালী লোকজ দলিল।

- **লোকসাহিত্য ও বাংলার ঐতিহ্য**

1) **উৎসব ও পার্বণ**

নবান্ন, পৌষসংক্রান্তি, দুর্গাপূজা, ঈদ—এইসব উৎসব ঘিরে লোকগান ও ছড়া বাংলার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নবান্নের গান কৃষিজীবী সমাজের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

2) পোশাক, খাদ্য ও লোকবিশ্বাস

লোকসাহিত্যে বাংলার খাদ্যাভ্যাস (ভাত, মাছ), পোশাক (ধুতি, শাড়ি) এবং লোকবিশ্বাস (ভূত-প্রেত, তন্ত্র-মন্ত্র) উঠে এসেছে, যা সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।

➢ আধুনিক প্রেক্ষাপটে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব

বিশ্বায়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে লোকসাহিত্য আজ সংকটের মুখে। তবুও—

1) সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় লোকসাহিত্যের ভূমিকা

লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রধান ধারক ও বাহক। বিশ্বায়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ও নগরায়নের প্রভাবে যখন স্থানীয় সংস্কৃতি ক্রমশ বিলুপ্তির মুখে, তখন লোকসাহিত্য মানুষের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। লোকগান, লোককথা, লোকনাট্য ও লোকাচারের মাধ্যমে একটি সমাজের ভাষা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনযাপন পদ্ধতি সংরক্ষিত থাকে।

বাংলার ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য গ্রামবাংলার ইতিহাস, নদীকেন্দ্রিক জীবন, কৃষিভিত্তিক সমাজ ও ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রতিচ্ছবি বহন করে। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মঙ্গলকাব্য বা পীরকেন্দ্রিক পালাগানের মতো ধারাগুলি বাংলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত করেছে। ফলে লোকসাহিত্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

2) মূল্যবোধ শিক্ষায় লোকসাহিত্যের গুরুত্ব

লোকসাহিত্য নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার একটি কার্যকর মাধ্যম। রূপকথা, উপকথা, প্রবাদ-প্রবচন, ব্রতকথা ও লোকগানের মাধ্যমে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি, ত্যাগ ও মানবিকতার মতো গুণাবলি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখানো হয়।

বিশেষত শিশুশিক্ষায় লোকসাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঠাকুরমার ঝুলি বা পশুপাখি কেন্দ্রিক কাহিনির মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে নৈতিক বোধ, কল্পনাশক্তি ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে ওঠে। একইভাবে জারি, মুর্শিদি বা বাউল গানে মানবতাবাদ, সাম্য ও আত্মশুদ্ধির বাণী মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

3) গবেষণার ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের তাৎপর্য

লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্র তৈরি করে। সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন শাস্ত্রের সঙ্গে লোকসাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের গঠন, শ্রেণি সম্পর্ক, লিঙ্গভূমিকা ও ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন অনুধাবন করা যায়।

আধুনিক গবেষণায় লোকসাহিত্য মৌখিক ইতিহাস (oral history) ও লোকজ জ্ঞানের উৎস হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও লোকবিশ্বাস বোঝার ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য অপরিহার্য উপাদান। তাই লোকসাহিত্য শুধু সাহিত্যিক চর্চার বিষয় নয়, বরং সামাজিক গবেষণার একটি শক্তিশালী ভিত্তি।

➢ উপসংহার

লোকসাহিত্য বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এটি কেবল অতীতের স্মারক নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তি। লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, বিশ্বাস, মানবিকতা ও সহনশীলতার চিত্র দেখতে পাই। তাই লোকসাহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণা করা আমাদের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি :

- দত্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৮০), *বাংলার লোকসাহিত্য*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৯৫), *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- সেন, দিনেশচন্দ্র (১৯৬০), *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন (১৯৮৪), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র (১৯৭৩), *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন (১৯৯২), *লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
- ঘোষ, শিবপ্রসাদ (২০০১), *বাংলার লোকনাট্য*, কলকাতা: সাহিত্যলোক।
- মণ্ডল, অমলেন্দু (২০০৫), *বাংলার লোকগীতি ও সমাজচেতনা*, কলকাতা: বাণী প্রকাশন।
- দাশ, নীহাররঞ্জন রায় (১৯৯৪), *বাঙালির ইতিহাস: আদি পর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- Chakrabarty, Dipesh (2000). *Provincializing Europe.* Princeton: Princeton University Press. *(লোকসংস্কৃতি ও প্রান্তিক চেতনা বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক)*
- Dundes, Alan (1965). *The Study of Folklore.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bascom, William (1954). "Four Functions of Folklore." *Journal of American Folklore*, 67(266), 333–349.
- Blackburn, Stuart & Ramanujan, A. K. (1986). *Another Harmony: New Essays on the Folklore of India.* Berkeley: University of California Press.
- Datta, Asit Kumar (2012). *Folk Culture of Bengal.* New Delhi: Abhinav Publications.
- সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় (২০১৮), *লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি: তাত্ত্বিক পাঠ*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

Citation: **আহমেদ. সা.,** (2025) "লোকসাহিত্যে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.